প্রথম আলো

272

তারিখ ... ... MAY 01 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি পরীক্ষায় নকল

সরকার চাইলে নকল নিয়ন্ত্রণ সম্ভব

এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সারা দেশ থেকে মোটামুটি যে চিত্র পাওয়া গেছে তা বেশ হতাশা ও উদ্বেগের। হতাশার কারণ দেখা যাচ্ছে, কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক নকল, বিশৃঙ্খলা এবং প্রাণহানিসহ নানা হাঙ্গামার পরেও সত্যিকার অর্থে কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। একই ধরনের ঘটনা এইচএসসি পরীক্ষায়ও ঘটে চলেছে।

নকলের দায়ে পরীক্ষার্থী বহিষ্কার, নকল করা ও তা সরবরাহে বাধাদানের ফলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, পুলিশসহ অনেক মানুষের আহত হওয়া, গাড়ি ভাঙচুর, নকল করার অধিকারের দাবিতে মিছিল ইত্যাদি যেসব খবর সারা দেশের এইচএসসি পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো থেকে আসছে তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রক্রিয়াটি দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে।

পুলিশ, বিডিআর ইত্যাদি সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করে পরীক্ষায় নকল ও বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু প্রয়াসটি যে ফলপ্রসূ হচ্ছে না তা দেখা যাচ্ছে আরো স্পষ্টভাবে। কেন?

প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আমাদের ধারণা, নকল প্রতিরোধে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। কোনো কোনো কেন্দ্রে সরকারি দলের ও তাদের অঙ্গসংগঠনের নেতারা নিজেদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নকলের সুযোগ দিতে প্রশাসন ও পরীক্ষা পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। নকল করার সুবিধার্থে তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অনেক স্থানে পরীক্ষাকেন্দ্র করে নিয়েছেন, অনেক বাতিল পরীক্ষাকেন্দ্রকে আবার অনুমতিদানের জন্য প্রভাব খাটিয়েছেন।

পরীক্ষার্থীদের নকল করার সুযোগের প্রত্যাশা, শিক্ষকদের অনিয়ম বা পক্ষপাতিত্ব, পরীক্ষার্থীদের বন্ধু-স্বজনদের নকল সরবরাহে বেপরোয়া উৎসাহ—ইত্যাদির কোনোটিই দমন করা একেবারে অসম্ভব হতো না যদি স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী মহলগুলো নকলের পক্ষে অবস্থান না নিত।

রাজধানীর বেশকিছু কেন্দ্রে নকলহীন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারছে এই কারণে যে, সেখানে নকলের পক্ষে কারো কোনো প্রভাব কার্যকর হচ্ছে না। আমরা মনে করি সারা দেশেই এমনটা করা সম্ভব। সরকার ও প্রশাসন চাইলে এবং বিশেষ করে সরকারি দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সম্মত হলে পরীক্ষায় নকলবাজি নিয়ন্ত্রণে আনা অবশ্যই সম্ভব। শিক্ষার্থীদের পিতামাতা, বন্ধু-বান্ধবসহ সকলের সহযোগিতাও এক্ষেত্রে বেশ প্রয়োজন।